সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গণহারে ভোট জালিয়াতি: গণতন্ত্রের শোকার্ত ধারকদের দাবি অনুযায়ী এটা গণতন্ত্রের মৃত্যু নয়, বরং এটাই গণতন্ত্র

খবর: গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৫ইং তারিখে মেয়র ও কাউন্সিলর পদের জন্য ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সিটি কর্পোরেশনে ৩টি মেয়র পদের জন্য ৪৮জন এবং কাউন্সিলর পদের জন্য মোট ১১৮৮জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। নির্বাচন কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি, কেন্দ্র দখল এবং ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ইত্যাদি কলঙ্কজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে আসে।

মন্তব্য:

প্রিসাইডিং অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সরকার দলীয় কর্মীদের কর্তৃক গণহারে জাল ভোট, সিলমারা ব্যালট প্যাপার ও ভোটারদের ভোট দিতে বাধা প্রদান, ইত্যাদি ঘটনাকে গণতন্ত্রপন্থী বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদরা আওয়ামী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। অথচ আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, জনগণ ভোট জালিয়াতির যে স্বরূপটি এবার প্রত্যক্ষ করেছে, তা মুলতঃ 'গণতন্ত্রেরই প্রকৃত রূপ'। 'গণতান্ত্রিক ফাঁদ' হতে বের হয়ে আসার জন্য আমরা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি; মুসলিম দেশগুলো যাতে নব্য-উপনিবেশিক পশ্চিমাদের তৃপ্তিহীন বাসনা পূরণ করে তা নিশ্চিত করতেই গণতন্ত্র একটি পরিকল্পিত প্রতারণা।

এই ধরনের ভ-ামীর নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের কাছে নতুন কোন বিষয় নয় যে এর জন্য শুধুমাত্র হাসিনাকেই দায়ী করতে হবে। বিএনপির শাসন আমলও মাগুরা ও ঢাকার উপনির্বাচনের মতো কলঙ্কজনক নির্বাচিত দ্বারা কলঙ্কিত। তখন বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগও এটাকে তামাশার নির্বাচন বলেছিল, এবং এটাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাস জুড়ে সবসময়কার দৃশ্যপট ছিল। এবং 'গণতান্ত্রিক সার্কাস'-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পশ্চিমারা তাদের নিজস্ব স্বার্থে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সবসময় বৈধতা দেয়, এমনকি এর জন্য প্রয়োজনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে হলেও। যা আমরা দেখেছি আলজেরিয়ায় (ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের সাথে) এবং মিশরে (মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে), যেখানে গণভোটে নির্বাচিত দুটি দলকে জোড়পূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সুতরাং, গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন কোন কল্যান কিংবা পরিবর্তন বয়ে আনে না। বরং, এটা 'রাজনৈতিক প্রতারণার হাতিয়ার', যেখানে জনগণকে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার করে নির্বাচনের পর পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত ফেলে দেয়া হয়। ১৯২৪ সালে আমাদের স্বাভাবিক বাসস্থান খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর থেকে এই দুঃখজনক বাস্তবতাই আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি।

গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের এসব প্রতারণা হতে মুসলিমদের সাবধান থাকতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী যে বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীরা সবসময় তাদের নিজেদের স্বার্থে সমাজ হতে অর্থ ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছে, এবং এটাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের কুৎসিত চেহারা। পশ্চিমা বিশ্বে জনগণকে নির্দিষ্ট মতের দীক্ষা দিয়ে, জনগণের পছন্দকে গুটিকয়েক দলের মধ্যে নিয়ন্ত্রন ও সীমাবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন পন্থায় জনগণকে রাজনীতি বিমুখ করে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। এবং বিভিন্ন জালিয়াতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তারা মুসলিম বিশ্বে এই কাজটি করে যা আমরা তথাকথিত এসব নির্বাচনগুলোতে সবসময় প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং, মানবরচিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে সাধারণ জনগণ সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, হোক সেটা পশ্চিমা কিংবা মুসলিম বিশ্বে। সুতরাং, এসব লোভী গণতান্ত্রিক নেতাদের দিকে বোকার মতো আর তাকিয়ে থাকবেন না এবং একই গর্তে বারবার পড়বেন না। আমাদের অবশ্যই গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান ও খিলাফত রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"মু'মিনগণ একই গর্তে দুইবার পা দেয় না।" [বুখারী/মুসলিম]

১৩ রজব, ১৪৩৬
০২ মে, ২০১৫

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়ের জন্য লিখেছেন
ইমাদুল আমিন, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া কার্যালয়ের সদস্য